সেতারা হাশেম কে খোলা চিঠি

নন্দিনী হোসেন

১৮ জুলাই ২০০৫

এই শিরোনামে খোলা চিঠি লিখব কখন ও তা ভাবিনি। আজ লিখতে বাধ্য হলাম আপনারই একটি লিখার উত্তর দিতে গিয়ে। তবে জবাব দুই লাইনেই লিখা যেত যেহেতু আপনি ও আমার বিষয় টি উল্লেখ করেছেন এক লাইনে। কিন্তু আজকের এই চিঠি লিখার সুযোগ যখন এসেই গেল তখন তা হাতছাড়া করতে চাচ্ছি না। আপনার মত আমি পন্ডিত মানুষ নই । সাধারণ একজন গড়পরতা মানুষ হিসেবে যা ভাবি তাই আপনাকে সোজা ভাষায় জানাতে চাই। কিছু জিজ্ঞাসা ও আছে আপনার প্রতি। হয়ত লিখাটা একটু বড় হয়ে যাবে তবু আশা করি ধর্য্য সহকারে শেষ পর্যন্ত পড়বেন। অতি প্রয়োজনীয় আর ও একটি কথা আগেই সেরে রাখি, আর তা হল,আমি আপনার মতানুসারী না হলে ও আপনার কলমের শক্তি কে অত্যন্ত শ্রদ্বা করি এবং করব । যদি ও আমার ব্যাপারে আপনার একটা এলার্জী আছে বেশ বুঝতে পারি। হয়তবা গড়পরতা মানুষের চিন্তাভাবনার সাথে আপনাদের মত পন্ডিত মানুষের চিন্তা ভাবনার বিষয় আশয় গুলো তে আকাশ পাতাল ফাঁরাক বলেই এই এলার্জি। তারপর ও আমি আপনার লেখার একজন ভক্তই বলতে পারেন । আপনার সব লেখাই মনোযোগ দিয়ে পড়ার চেষ্টা করি। । যাই হোক । এবার আসল কথায় আসি।

সদালাপে **জার্মান অর্থনীতি ও লন্ডন ট্রাজেডী** নামে আপনার একটি লেখায় ’ **লন্ডন প্রবাসী একজন লেখিকা ব্যাশিং এর বিপক্ষে দাড়ানোর জন্য প্রগতিশীলদের উপর ক্ষুদ্ব**’ বলতে বোধ করি আমাকেই বুঝিয়েছেন। আমার সাম্প্রতিক একটি লেখার প্রসংগ টেনে আমাকে ইসলাম ব্যাশার দের কাতারে ফেলে দিয়েছেন একটি মাত্র শব্দ খরচ করে । যা আমার চরম শত্রুও বলতে পারবে কি না সন্দেহ। আমি কোন নামেই কোনকালে ব্যাশিং কে সমর্থন করি নি,করি না,এবং আগামীতে ও করব না বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি ইতিপূর্বে ও আমার বেশ কয়েকটি লিখায় উল্লেখ করেছি যে জাত ,পাত ,নারী, পুরুষ ,ধর্ম, ধর্ম হীন কোন মানুষের প্রতি কোন ধরনের ব্যাশিং পোষণ করা কে আমি অত্যন্ত নীচু শ্রেনীর প্রবৃত্তি বলে গন্য করি । কারণ বিভিন্ন নামে বিভিন্ন সময়ে সমাজের কিছু সুবিধাভোগী মানুষ নিজেদের স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে মানুষের মধ্যে নানা বিভাজন সৃষ্টি করে রেখেছে বলেই আমি এসব মানি না । তা আপনারা পন্ডিতেরা যত ভাবে, যত রকম কায়দা করেই আমাকে বুঝাতে আসেন না কেন আমি তা মানতে রাজী নই।

তবে হ্যাঁ,দিন কে দিন এবং রাত কে রাত বলতে আমার কোন আপত্তি নেই, এবং থাকা উচিত নয় বলেই আমি মনে করি। যাদের দ্বারাই মানবতা শেষ বিচারে ক্ষতিগ্রস্থ হবে তাদের কর্মকান্ডের বিরুদ্দে কথা বলাটাকে একজন সচেতন মানুষ নিসেবে আমার নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করি । আমার ব্যক্তিগত উপলব্দি হচ্ছে,মানুষ যে কোন ইজমের কট্টর সমর্থক হলে সে নিজেকে এক ধরনের শৃংখলের ঘেরাটোপে বন্ধি করে ফেলে । কারণ মানুষ কোন ইজম কে যখন প্রশ্নহীন ভাবে অন্ধ সমর্থন করে তখন সে মুদ্রার এক পিঠ শুধু দেখতে পায়। অন্য পিঠ টি তার কাছে থাকে অনেকটাই ধূসর এবং সে কারণে অধরা। অথবা বলা যায় ইচ্ছাকৃত অন্ধ সেজে থাকা । নিজেদের সুবিধানুযায়ী। বইয়ে পড়া তথ্য আওড়িয়ে নিজের কথা কে সত্য হিসেবে দাঁড় করানো যায় বটে, কিন্তু পৃথিবী টা কি শুধুই সাদা আর কালোয় মূড়ানো? এই কথা,

না হয় ওই কথাই ধ্রুব সত্য? আমার অসুবিধা টা হচ্ছে কি জানেন? আমি আসলে এসব বানানো কথায় বিশ্বাস করি না। যদি ও জানি,আমার মানা না মানায় কারো কিছু মাত্র আসে যায় না। কারণ ইজমের শৃংখলে আবদ্ধ মানুষের সংখ্যা যে পৃথিবীতে অনেক অনেক গুন বেশী। যার জন্য সুবিধাবাদী কিছু প্রগতিশীল দের প্রতি আমার এক পাতা কটাক্ষ পড়েই ধরে নিয়েছেন আমি ইসলাম ব্যাশার ! এই দলে না হয় ওই দলে ! কি চমৎকার ফতোয়া ! তবে আপনার অবগতির জন্য জানিয়ে রাখি কোন ধরনের ব্যাশিংয়ের মধ্যে নিজেকে জড়ানোটা হীন অভিসন্ধি মনে করলে ও,নিজামী, সাইদীদের নূরানী চেহারার প্রতি আমার সত্যি সত্যি প্রবল বিকর্ষণ আছে । অবলোকন মাত্র গা গুলিয়ে উঠে ! এই সব প্রতারকেরা নূরানী চেহারা দেখিয়ে কি করে মানুষকে হিপনোটাইজ করে রেখেছে ধর্মের নাম নিয়ে তা আপনি ও কম জানেন তা নয়। তবু তা স্বীকার করেন না । সাইদীর ধর্মীয় ওয়াজ শুনে হেজাব মাথায় মেয়েরা যখন চোঁখ মুদে নিজের আপন আপন স্বামী দের কত প্রকার সেবা যত্ন করে বেহেশত হাসিল করবে তার কসরত করতে থাকে, তখন আমার সত্যি বিবমিষা জাগে। ইচ্ছা করে ধর্মের লেবাস ধারী এই সব শয়তান দের থেকে মেয়েদের রক্ষা করি। কিন্তু আমার ক্ষমতা সত্যি খুব সীমিত। খুবই । তাই শেষ পর্যন্ত করা হয় না কিছুই। পৃথিবীতে সাদা কালো ছাড়াও আর ও অনেক রং আছে যা আমি গভীর ভাবে বিশ্বাস করি। তাই আগের সাম্রাজ্যবাদ আর নতুন পুঁজিবাদের প্রতি যেমন প্রশ্নহীন আনুগত্য নেই ,তেমনি জিহাদের নামে উগ্র ধর্মীয় মতবাদ কে কোন নামেই পারি না প্রশ্রয় দিতে। বুশের ক্রুসেড এবং লাদেনের জিহাদ এই দুই শব্দই সমান অশ্লীল বোধ হয় আমার কাছে ! গুন্ডা, পান্ডা, অসভ্য ,জংলীরাই শুধু এসব শব্দ কথায় ব্যবহার করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। তারা ভুলে যায় মানুষ এখন শুধুই জংগলের ভিতর বসবাস করে না । অনেক কাল আগেই সে যুগ ফেলে এসেছে । এরা আদিম যুগের নগ্ন পেশীর লড়াইয়ের সুখ স্মৃতি ভুলতে পারে না। পেশির স্থান শুধু নিয়েছে অত্যাধুনিক সব মারনাস্ত্র এই যা। যে কোন নাম নিয়ে,যে কোন উছিলায় মানুষ কে মারতে হবে এটাই এদের মূল দর্শন। তার পিছনে কত কিছুর লেন দেন আছে তা যেমন জানে জিহাদী লাদেন গং তেমনি জানে ক্রুসেডি বুশ। যাই হোক।

ইরাক হামলার আমি ও বিরোধী ছিলাম আর ও লক্ষ কোটি সাধারণ মানুষের মতই এবং এখন ও একই মত পোষণ করি। তবু ইরাক অথবা আফগানিস্তানে যুদ্ধের দোহাই দিয়ে কোন মুসলিম তরুন আল কায়েদা বা অন্য কোন ইসলামী জিহাদী সংগঠনে নাম লিখিয়ে বুকে বোমা বেধে হাজার হাজার নীরিহ নিরাপরাধ মানুষের জীবন বিপন্ন করে তুলবে তা অবশ্যই মানতে পারব না। এই যে লন্ডনে মারা গেল কাজে ছোটা নীরিহ এত গুলো মানুষ,তারা কি কেউ বুশ ব্লেয়ারের নাতি পুতি ছিল? তাদের অনেকেই এই লন্ডনের মাটিতে ইরাক যুদ্ববিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল তা আমি হলপ করে বলতে পারি। আপনি বা আপনার মত বাম পন্থীরা নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বলতে পারেন যে এই হামলা ছিল বুশ ব্লেয়ারের কর্ম ফল। যেন জজ সাহেবদের এক রায় ঘোষনা দিয়েই খালাস ! যেমন বলেছেন আমাদের বাংগালী অধ্যুষিত পুর্বলন্ডনের বিদ্রোহী এম পি জর্জ গ্যালওয়ে। যা অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞান হীনতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে বলে তাঁর নির্বাচনী এলাকার বাংগালীরাই মনে করছেন। এসব কথা বলে তিনি নীরিহ বাঙ্গালী মুসলমান দের ক্ষতি ই করেছেন । কারণ তিনি তাদের দ্বারা নির্বাচিত হয়েই এম পি হয়েছেন। তাঁর কথা মানে, তাঁর নির্বাচনী এলাকার জনগনের উপর একটা প্রভাব ফেলবে তা বোঝা উচিত ছিল। ধর্ম বর্ণ সব মানুষ যখন এই হামলার নিন্দা জানাচ্ছে,তখন তাঁর এই সব উগ্র ব্যক্তব্য বরং সন্ত্রাসীদের উৎসাহ যোগাবে ।

সদালাপে লিখিত আবদুর রহমান আবিদের লিখাটির বরং আমি প্রশংসা করি। তিনি যথার্থ ই উপলব্দি করতে সক্ষম হয়ছেন মুসলমান দের এখন কি করা প্রয়োজন। যে কোন শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা ঘৃনা কে আরেক ঘৃনা দিয়ে আগুনে ঘৃতাহুতি দেন না বলেই আমার বিশ্বাস।

এবার আপনাকে কিছু কথা বলব ধর্মের ব্যাপারে আমার যা উপলব্ধি তা নিয়ে। আমি ধর্ম বিশ্বাসী মানুষ নই। যত দূর মনে হয় আপনি ও তা নন। কিন্তু আপনার লিখা পড়ে মাঝে মাঝে আমি সত্যি বিভ্রান্ত বোধ করি। আপনার কথা বার্তা আসলে কাদের স্বার্থ রক্ষা করে বলে আপনার মনে হয় আমি জানি না, তবে আমার কিছু জিজ্ঞাসা আপনার কাছে। আচ্ছা আপনিই বলুন এই যে বাংলাদেশে এখন মৌলবাদের এত বাড়-বাড়ন্ত,সমগ্র দেশ ছেয়ে আছে লম্বা আলখাল্লা আর দাঁড়ি- টুপিতে,তা কি আজ থেকে পনেরো বিশ বছর আগে ও ছিল ?তাই বলে তখন কি দেশের মানুষ মুসলমান ছিল না? তারা নামাজ রোজা ধর্ম কর্ম করত না? আপনারা বাম পন্থীরা যদি স্বাধীনতার পর সঠিক ভূমিকা রাখতেন তা হলে কি আজ দেশের এই অবস্থা হতে পারত? আপনারা যদি এই সেদিন ও সাম্রাজ্যবাদের জুজুর ভয়ে সাইদী নিজামীদের সাথে এক সাথে লাল ঝান্ডা উড়িয়ে রাস্তায় না নামতেন তাহলে কি তারা এত টা বাড়তে পারত বলে আপনার মনে হয় ? জামাতে ইসলামী কি এই ধরনের নানা ইস্যুতে পরোক্ষ ভাবে হলে ও আপনাদের নৈতিক সমর্থন পায় নি? আপনারা যতখানি বাক্য হুমায়ুন আজাদ,তসলিমা নাসরীনদের বিষোদগারে ব্যয় করেন,তত খানি কি সাইদীদের বিরুদ্ধে করেছেন কখন ও ? কোন এক মোল্লা একজন লেখকের মাথার ফতোয়া নির্ধারণ করতে পারে প্রকাশ্যে । আমাদের প্রগতিশীলরা পরোক্ষে তার হাত কে শক্তিশালী হতে সাহায্য করেন সেই লেখকের পক্ষে না দাঁড়িয়ে। তারা সহজ উপায় পেলেন তাকে দেশ থেকে বিতাড়নের মাধ্যমে। মোল্লার ফতোয়া দানের স্বাধীনতা আছে,লেখকের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই? আমাদের বামপন্থীরা কথায় কথায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঝান্ডা উড়ান কিন্তু ওদিকে যে মৌলবাদীরা ও একই খেল খেলে বাম পন্থীদের কাছে থেকে পরোক্ষে আশকারা পেয়ে পেয়ে আজ দেশ টাকেই গিলে খেতে উদ্যত হয়েছে তার দোষ কি শুধু বি এন পির ই? দেশের মানুষের ধর্মীয় সেন্টিমেন্টের কথা বলে আপনারা আসলে মানুষকে ঠেলে দিয়েছেন কোন দুর্বিসহ জীবনের দিকে তা কি গভীর ভাবে একবার ও ভেবে দেখেছেন?দেশটা স্পষ্ট দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। শহুরে কিছু লোক ফাষ্ট ফুড খায় ,বড় বড় গাড়ি চড়ে শপিং মলে ঘুরে বেড়ায়। টাকা তাদের কাছে কোন ব্যাপারই নয়। অন্য বিরাট একটা অংশ দিন দিন ধর্মের নামে ধেয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের দিকে। শক্তিশালী করছে জামাতীদের হাত। জামাতীরা সরকারের অংশীদার হয়ে সরকারের সব ব্যর্থতার ভার বি এন পির কাঁধে দিয়ে নিজেরা ধোয়া তুলসী পাতা সেজে গোপনে দেশটা কে তালেবানীকরনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে অত্যন্ত চতুরতার সাথে। দেশের অনেক মানুষই কি এখন বিশ্বাস করতে শুরু করে নি যে ,আওয়ামী, বি এন পির চেয়ে জামাতীরাই ভালো? জামাত এত শক্তি সঞ্চয় কি করে করতে পারল? তা তো দুই দিনে বা দুই বছরে হয় নি। ধর্মের অসারতা নিয়ে দু কথা বললেই আপনারা বলবেন ইসলাম ব্যাশিং। সাধারণ মানুষ কে যদি আপনারা একটু সচেতন করতেন , আপনাদের জ্ঞান কে বিলিয়ে দিতেন লুকিয়ে না রেখে, তা হলে তারা আর কিছু না হোক, জামাতীদের খপ্পরে এত সহজে পড়ত না। মওদুদীবাদের প্রচার এবং প্রসারের বিরুদ্ধে কথা বলা টা কি আপনার কাছে ব্যাশিং মনে হয় ? কই,কেউ তো সুফি ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু বলে না। গন তান্ত্রিক সমাজে প্রত্যেক মানুষের অধিকার আছে তার মত করে চলার । তার মতামত প্রকাশ করার। কিন্তু এর মানে এই নয় যে মাদ্রাসা গুলোতে গরীব ঘরের ছেলে মেয়েদের ধরে এনে খাওয়া পরা দিয়ে ধর্মের নামে ব্রেইন ওয়াশ করে জেহাদী তৈরী করবে। বেহেস্তের লোভ দেখিয়ে বুকে বোমা বেধে দেবে । নিজেরা হালুয়া, মাখন খেয়ে নুরানী চেহারা বানাবে -এবং তারপর ও সবাই কে চোঁখ বূজে থাকতে হবে । বলা যাবে না কিছুই ! বললেই ব্যাশিং হয়ে যাবে। আমি কলকাতা বা পশ্চিমবংগ কে একটি কারণে হিংসা করি । আর তা হলো, আমরা বাংলাদেশের বামপন্থী দের ভিতর থেকে একজন জ্যোতি বসু পাই নি । কিছটা অপ্রাসাঙ্গিক ভাবেই বলি,কিছু দিন আগে যে শ্রেষ্ট বাংগালী ঘোষনা হয়ে গেল,তাতে থাকা উচিত ছিল এক নাম্বারে এই মানুষটার নাম বলে আমি

মনে করি। যাক গে।

এই যে লন্ডনে এত গুলো বোমা হামলা হলো,আটারো উনিশ বছরের ছেলেদের মাথা যারা ধর্মের নামে ছিঁবিয়ে ছোবড়া করেছে, তারা কারা? এইসব নেপথ্য নায়ক দের তান্ডব অবশ্যই কি থামানো উচিত নয়? এরা সন্ত্রাসী। এরা মানবতার শত্রু। কোনভাবে এরা মুক্তিযোদ্ধা নয়। আপনি বলবেন ইরাক হামলার জন্য এই হামলা হয়েছে। বাইরে থেকে দেখলে তা ঠিক ই। তবে এই ছেলে গুলোকে যদি বেহেস্তের লোভ না দেখানো হত,তাদের যদি বলা না হত যে শহীদ হওয়ার সাথে সাথে তারা বেহেস্তে যাবে,তারপর অনন্ত সুখ এবং হুরীপরী লাভ। তাহলে কি ধর্মের নাম দিয়ে এই জিহাদ তাদেরকে দিয়ে করানো যেত ? আপনি কি বলেন? এখানে জন্মেছে,বেড়ে উঠেছে,এখানে পড়াশুনা করেছে,এই দেশে তাদের বন্ধু-বান্ধব,মা বাবা,পরিবার,এই দেশের আলো হাওয়ার ভিতর শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া একটি ছেলে ইরাকের জন্য হঠাৎ করে নিজের জীবন টাই বোমা মেরে উড়িয়ে দিল শুধু কি ইরাকী দের সমব্যথি হয়েই ? তাদের অন্তরে কতখানি ধর্মের নামে আসক্তি সৃষ্টি করা হয়েছে ভেবে দেখুন একবার। তারপর ও আপনি ধর্মের কোন দোষ দেখেন না!এরা কি সঠিক রাস্তায় চলছে আপনি বলতে চান? বইয়ের পাতায় তথ্য লিখা থাকে বটে,কিন্তু জীবন কি শুধু বইয়ের পাতায় সাজানো তথ্য মত চলে? আমি আমার আগের লিখায় আর ও লিখেছিলাম যে আমার জানা এক পরিবারের উচ্চশিক্ষিত ছেলেদের কথা লিখব কোন এক লিখায়। মনে হচ্ছে আপনাকেই বরং লিখি আজ এই ঘটনাটি। নাম ধাম কিছু না বলে আমি শুধু ঘটনা টি উল্লেখ করব। বাংলাদেশী এক পরিবার। ছেলে মেয়েদের নিয়ে তাদের অনেক উচ্ছাশা ছিল। পড়াশোনায় ছিল সবাই উল্লেখ করার মত ভালো। সবাই ভালো রেজালট করেছে। একজন ডাক্তার,একজন ব্যারিষ্টার ,একজন পাইলট । মা বাবার আনন্দ দেখে কে । সারা জীবন প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। এবার নিজেদের সুখের পালা !সবাই যখন চাকরি বাকরি নিয়ে গুছিয়ে বসবে বসবে করছে,হঠাৎ মা বাবা খেয়াল করতে থাকেন ছেলেমেয়ে গুলো কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। প্রায়ই ঘরের দরজা বন্ধ করে তারা গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করে । যাক। সে অনেক লম্বা কাহিনী। শুধু শেষ টুকু শুনাই। কোন এক ইসলামী সেন্টারের মুফতি তাদের ভালোমতই খাঁটি মুসলিম হওয়ার ট্রেনিং দিয়েছে। ফলশ্রতিতে তারা নিজেদের বেশ ভুষা,খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে যত প্রকারের ইসলামী শরা শরিয়ত আছে তা পালন করতে শুরু করে। এমন কি আজীবন শাড়ি পরা মাকে শাড়ি পরা বাদ দিতে বাধ্য করে হিন্দুদের ড্রেস বলে । শুধু তাই নয়, হঠাৎ করে পাকিস্তানীরা তাদের ঘনিষ্ট বন্ধু রূপে দেখা দিতে লাগল । কারণ মুফতি বলেছেন বাংলাদেশ নাকি মুসলিম দেশ নয়। হিন্দুদের দেশ। পাকিস্থানীরাই হচ্ছে সাঁচ্চা মুসলমান। আস্তে আস্তে আত্নীয় স্বজন কে পর্যন্ত এরা অতিষ্ট করে তুলল তাদের ধর্মীয় রীতি নীতির অত্যাচারে। সব চেয়ে বড় কথা কাজ কর্ম থেকে কেমন উদাসীন হয়ে পরতে লাগল সবাই। সব কিছুতেই তারা ইহুদীদের কালো হাত দেখতে পায়। মোট কথা তাদের একটি ই কাজ হয়ে দাড়াল,আর তা হচ্ছে পরকালের সম্বল সঞ্চেয়ের জন্য নানা সব কিম্ভুত নামের তাবলীগে দিনের পর দিন পরে থাকা। এত দিনের পড়াশোনা দিন দুনিয়া সব লাটে উঠল। ধর্মের হিপনোটিজমের ক্ষমতা কত দেখেন ! মানুষের বোধ বুদ্বি কে ভোতা করে দিতে পারে কি অবলীলায় !এখন মাতা পিতা শুধু চোঁখের পানি ফেলেন । আপনি এটা কে কি বলবেন ?

৩

আপনারা যে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে এত কথা বলেন যদি ও আমি নিজেও তাদের যে খুব সমর্থক তা নয়,তবু অন্ধ বিরাগ ও পোষন করি না। তার একটা বড় কারণ হচ্ছে এদের জন্যই আজ নারীরা নানা ক্ষেত্রে সাফল্যের স্বাদ পাচ্ছে। ডাঃ ইউনুস গ্রামীন ব্যাংকের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে এই সব প্রান্তিক নারীদের

অবস্থার যে বৈপ্লবিক উন্নয়ন ঘটিয়েছেন তা কি কখন ও সম্ভব হত পুঁজিবাদী দের টাকা না নিলে? আজ দেশে এত যে এন জি ও অত্যন্ত সফলতার সাথে কাজ করছে,তা তো অস্বীকার করার মত নয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে আজ মেয়েরা নানা কর্মকান্ডে অংশ নিচ্ছে,তার কত টা সরকার করেছে ,আর কত টা এই সব এন জি ও র পয়সায় হচ্ছে,তা মোটামোটি আমাদের সবারই জানা। আপনি হয়ত বলবেন তাদের সুদের উচ্চহারের কথা। হ্যাঁ,তা মানি। তবে মোল্লাদের যাঁতা কলের ভিতর থেকে ও, এই সব নারীরা যে অনেক টা বেঁচে থাকার সাহস পাচ্ছে তা ও এই এন জি ও ওয়ালাদের জন্যই এটা আমাদের ভূলে গেলে চলবে না। চিন্তা করুন, আজ যদি বাংলাদেশে সব এন জি ও দের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়,তাহলে এই দেশ টার অবস্থা কি দাঁড়াবে। এক পেশে বুলি আওড়িয়ে বসে থাকার দিন এখন নেই আর । এখন সময় টাই হচ্ছে দেবার এবং নেবার। কেউ কারো জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকবে না। সব দেশ ই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। পুঁজিবাদী হোক আর যাই হোক সবাই সবার স্বার্থটাই দেখবে। তবে পুঁজিবাদের নগ্ন রুপ কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিবমিষা জাগায় বৈকি। একটা উদাহরন দিচ্ছি,ইদানীং বিদেশে বসে ও বাংলাদেশের প্রায় সব গুলো প্রাইভেট টিভি চ্যানেল ই দেখা যাচ্ছে। এই চ্যানেল গুলো যে বিজ্ঞাপন প্রচার করে তা থেকে শুধু একটির কথাই এখানে উল্লেখ করব। যা দেখলে রীতিমত আমার শরীর গুলিয়ে উঠে। মেয়েদের ফর্সা হবার ক্রীম ফেয়ার এন্ড লাভলী। এই বিজ্ঞাপন গুলোর ভাষা শুনলে এদের সাথে জড়িত দের কে মানুষ বলে গন্য করতে আমার বাধে। এই যুগে এসে ও তারা মোকসুদুল মুমেনীনের ভাষায় কথা বলে। কি ভাবে? শুনুন তাহলে মোকসুদুল মুমেনীন অথবা অন্য কোন এই ধরনের এক বইয়ে ছোটবেলায় দেখেছিলাম **কোন ধরনের নারীদের মুমিন পুরুষদের জন্য বিবাহ করা উত্তম** । তার লিষ্ট যা পড়েছিলাম,তার সারমর্ম হচ্ছে সর্বাংগসুন্দরী নারী বিয়ে করা । তখনই আমার মাথায় একটা প্রশ্ন এসেছিল,আল্লার এ কেমন নির্দেশ। এই যে পৃথিবীতে লক্ষ কোটি মেয়ে তথাকথিত সুন্দরের পর্যায়ে পরে না ,তাদের কি তা হলে বিয়ে হবে না? কেউ তাদের পছন্দ করতে পারবে না?তাদের অপরাধ টা কি? সুন্দর নয় এটা কি কারো অপরাধ হতে পারে? এত দিন পর এই সেদিন আবার একটি চ্যানেলের ধর্মীয় অনুষ্টান বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখছিলাম। কোরানের তাফসীর হচ্ছিল। গত কিছুদিন ধরে তাফসীরে শুনেছি,ইহুদী নাসারা অর্থাৎ বিধর্মী কাফির দের সাথে মেলামেশা বাদ দিতে হবে,তাদের সাথে বন্ধুত্ব হলে তারা জাহান্নামের আগুনের দিকে মুমিন দের কে টেনে নিয়ে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। সেদিন শুনলাম 'আল্লাহপাক ইচ্ছা করলে সবাইকে সমান ভাবে তৈরী করতে পারতেন,কিন্তু তাতে সবাই এক হয়ে যেত,কারো প্রতি কারো আকর্ষণ থাকত না। তাই সুন্দরী নারী সৃষ্টি করেছেন। তা থেকে বেছে নিতে। আমি হা হয়ে শুনছিলাম আর ভাবছিলাম ব্যাটা বলে কি !একটা প্রচার মাধ্যমে এসব কথা বার্তা কি করে ধর্মের নাম দিয়ে প্রচার হতে পারে? আমি শুধু সেই সব নীরিহ ধার্মিক মেয়েদের কথা ভাবছিলাম। যারা সুন্দর নয়। না জানি তারা কত ই মুচড়ে পরে এসব কথা শুনে। ভাবে নিজেরা অপরাধী । যেহেতু সুন্দর হয়ে জন্মায় নি ! এই মেয়েগুলো কি গোপনে হলে ও সুন্দর হবার প্রত্যাশায়,নিজের বিয়ের ভাবনায় ফেয়ার এন্ড লাভলী কিনতে ভীর জমায় না দোকান গুলোতে? মুনাফালোভী কোম্পানী গুলোর বানিজ্য কি রম রম করে চলছে একবার ভেবে দেখুন। ছেলেদের মাথায় আবর্জনা ঠেসে দিচ্ছে ,ফর্সা মেয়ে ছাড়া তোমার চলবে না !কালো মেয়ে বিয়ে করা যাবে না !আমার মতে এই সব কোম্পানীগুলো এক ধরনের ক্রিমিনাল ওই সুন্দরী নারী বিয়ে করার ফতোয়া দেওয়া মোল্লার মত ই। এই খানে কি চমৎকার ভাবেই না মিল ধর্মের সাথে এই সব মুনাফালোভী কোম্পানী গুলোর। সবারই শোষণের কমন লক্ষ্য হচ্ছে নারী। কারণ দু'টোরই সাম্রাজ্য পুরূষের হাতে কি না ,তাই। কি বলেন ?

অনুরোধ থাকলো এই সব বিষয় নিয়ে ও একটু লিখুন। যদি ও মনে হচ্ছে বিষয়টা আপনার লিখার জন্য একটু হাল্কা হয়ে গেল ! তবু ও। লিখুন দু'চার কলম একটু সময় করে। তাতে যদি মেয়েরা একটু অন্তত বুঝে। একটু যদি ধরতে পারে চালাকী টা। একটু যদি মানুষ ভাবতে পারে নিজেকে !

আগে কেউ যখন আমাকে জিজ্ঞেস করত কোন ধরনের গান আমার পছন্দ। আমি বলতাম রবীন্দ্রসংগীত। ব্যাস হয়ে গেল। যেন রবীন্দ্রগীতিময় আমার জীবন !আমি যেন আর কিছুই পছন্দ করতে পারি না। অথচ সত্যি হল রবীন্দ্র সঙ্গীত যেমন আমার দারুন পছন্দ,তেমনি ভালবাসি বাংলার হাট-মাঠের মেঠো সুর। গজল ,কাওয়ালী থেকে আরবের বেদুইন সুর ও আমাকে ভীষণ টানে। ও দিকে ওশন কালার সিনের মত ব্যান্ডের গান ও পছন্দ করি। এখন কেউ কি গান পছন্দ করি জিজ্ঞেস করলে বলি যা কিছু ভাল লাগে ,মন কে নাড়া দেয় তাই শুনি। তা থেকে ,কোন বিশেষ দলে টেলে ফেলে দেবার প্রবনতা থেকে অন্তত রেহাই পাই !শেষ করব এখন ই। তার আগে আরেকটা কথা.............
আচ্ছা পন্ডিত দের মতানুযায়ী আমি আসলে কোন বাদে (ইজমে) পরি বলে আপনার ধারণা?একটু যদি পথ বাতলান...........

অনেক শীবের গীত গাইলাম। আশা করি বিরক্ত বোধ করবেন না। ভালো থাকবেন ।